দৈনিক জনকণ্ঠ

185

তারিখ ... 12 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

প্রসঙ্গ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটেছে—

প্রতিক্রিয়া

সম্প্রতি অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরীর 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটেছে' শীর্ষক নিবন্ধে এএফ রহমান হল ও আমার সম্পর্কে তাঁর কিছু বক্তব্যের আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি। লেখাটিতে ছাত্রলীগ কর্তৃক এএফ রহমান হল দখল এই সত্য তথ্যটুকু ছাড়া এ প্রসঙ্গে তাঁর সব তথ্য ও বক্তব্য অসত্য এবং বিদ্বেষমূলক।

১৫ আগস্ট শোক দিবস সম্পর্কে তিনি "..... মৃত্যুবার্ষিকী পালনে বাধাদান, মাইক ভাংচুর, মিলাদের তবারক লুণ্ঠন এবং হল প্রভোস্টের নিষ্ক্রিয়তা"র কথা বলেছেন এবং এ জন্য নাকি ছাত্রলীগের কর্মীরা এএফ রহমান হল দখলের ব্যাপারটি অনেকটা ইতিবাচক বলেই মনে করেছে। এ বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে ঃ হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সম্পাদক ১৫ আগস্টের কর্মসূচীর ব্যাপারে আমার সাথে আগের দিন আলাপ করে এবং আমি কর্মসূচী পালনে সহযোগিতা করার কথা বলি। তাদের কর্মসূচী অনুযায়ী যথারীতি রাত ১২টা থেকে ১৫ আগস্ট সারা দিন মাইক বাজানো হয়, হলের সকল পোস্টার বোর্ডে বঙ্গবন্ধুর ছবি সংবলিত পোস্টার টানানো হয়, বিকালে বাদ আসর মিলাদ মাহফিলেরও আয়োজন করা হয় এবং সুষ্ঠুভাবে তা সম্পন্নও হয়। সারা দিন হলে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

তিনি লিখেছেন ".....এই হলের প্রভোস্ট নাকি ভোটাভুটি করে টিভি দেখা নিয়ে মেজরিটি ছাত্রদলের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেছেন।" তাঁর এই বক্তব্য সর্বৈব অসত্য, বানোয়াট ও কল্পনা প্রসূত। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে ঃ বিকাল প্রায় ৪টার দিকে টিভি দেখা নিয়ে দু'দল ছাত্রের মুখোমুখির খবর পেয়ে আমি আবাসিক শিক্ষকদের নিয়ে হলে যাই এবং সেদিনের অনুষ্ঠান একটি জাতীয় অনুষ্ঠান বিধায় বিটিভির অনুষ্ঠানের পক্ষে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করি এবং তা কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করি (ছাত্রলীগের দু'জন কেন্দ্রীয় নেতা এ সময় উপস্থিত ছিলেন)।

তিনি বলেছেন, "আমার বিরুদ্ধে নাকি হলের নির্মাণ কাজে বাজেটের সীমা অতিক্রম করা এবং ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল।" অধ্যাপক চৌধুরীর এই অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্যও কাল্পনিক এবং ব্যক্তিগত আবিষ্কার। এ অভিযোগ কে কার কাছে করেছে আমার জানা নেই, তবে অনেক কারণে বলা যায় এ ধরনের অভিযোগ ভিত্তিহীন। প্রথমতঃ নির্মাণ কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে করা হয়ে থাকে এবং নির্মাণ কাজের বাজেট কত হবে বা তার সীমা কি হবে সবকিছুই যে সকল কমিটি বা যারা করেন তার কোথাও আমি সদস্য নই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ এবং বরাদ্দ নির্ধারিত কমিটির দ্বারাই হয়ে থাকে, আমাকে বাজেট বিষয়ে জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এএফ রহমান হলের নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের ৯০ শতাংশ আমি প্রভোস্ট হিসাবে দায়িত্ব নেয়ার পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, আমার জানা মতে এই হলের নির্মাণ শেষে বাজেট, বরাদ্দের বেশ কয়েক লাখ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল।

ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে দুর্নীতি? জনাব চৌধুরী নিজে একজন প্রভোস্ট ও একটি বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর জানার কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ভর্তি হল থেকে হয় না, ভর্তি হওয়ার পর একজন হলের ছাত্র হয়। ভর্তি প্রক্রিয়া ডীন/চেয়ারম্যান অফিস থেকে শুরু হয় এবং এই প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে ডীন অফিস কর্তৃক নির্ধারিত হলের প্রভোস্ট একটি স্বাক্ষর করে সংশ্লিষ্ট হলের ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি হয়। সুতরাং কখনও কোন অবৈধ ভর্তির ব্যাপারে কোন প্রভোস্ট চাইলেও তার কিছু করার ক্ষমতা নেই। জনাব চৌধুরী একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক, আরেকজন শিক্ষককে হেয় করার জন্য এমন মানসিকতা কেন প্রদর্শন করলেন, বুঝতে পারিছ না। তবুও তাঁর অভিযোগ মতো এ বিষয়ে একটি শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি দ্ব্যর্থহীন চিত্তে আহ্বান জানাচ্ছি।

অধ্যাপক চৌধুরী যিনি আমার অগ্রজ সহকর্মী। তিনি ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত আমার সাথে গোলাপী দলের সদস্য ছিলেন। আমি এখনও গোলাপী দলেই আছি, তিনি নেই। অথচ তিনি লিখেছেন, "উক্ত প্রভোস্ট এক সময়ে গোলাপী দলের সমর্থক ছিলেন এখন সাদা দলের সমর্থক"। ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে যে ডীন নির্বাচন হয় তাতে তিনি এবং আমি গোলাপী দলের মনোনয়ন প্রার্থী ছিলাম। গোলাপী দলের কেন্দ্রীয় কমিটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাকে মনোনয়ন দেয়। মনোনয়ন না পেয়ে পরদিনই তিনি নীল দলে যোগ দেন। আমি গোলাপী দলের শুধু সমর্থক নই এই দল থেকে নির্বাচিত সিন্ডিকেট সদস্য ছিলাম এবং বর্তমানেও সিনেট সদস্য আছি। তাছাড়াও আমি গোলাপী দলের বাণিজ্য অনুষদের আহ্বায়ক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ্ম আহ্বায়ক। জনাব চৌধুরী গায়ের জোরে আমাকে সাদা দলের সমর্থক বানাচ্ছেন এবং এএফ রহমান হল ও আমার সম্পর্কে অহেতুক অসত্য ও উদ্দেশ্যমূলক বক্তব্য দিয়ে বিভ্রান্তির চেষ্টা কেন করলেন, আমার বোধগম্য নয়। তবে ডীন নির্বাচনের মনোনয়ন যদি এর কারণ হয়ে থাকে তাহলেও তো এর জন্য আমি নই গোলাপী দল দায়ী।

তিনি এএফ রহমান হলের আবাসিক শিক্ষক কোয়ার্টারকে সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের সাথে তুলনা করেছেন। এই কোয়ার্টারটি সাম্প্রতিককালে নির্মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শ'খানেক ফ্ল্যাটের একই নক্সায় তৈরি। তবে ব্যবহারিক সুবিধার জন্য এর মূল কাঠামোর ভিতরে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে বরাদ্দকৃত বাজেটের মধ্যে একে অধিক ব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের দলমত নির্বিশেষে ১০ জন শিক্ষক থাকেন। একে সার্ভেন্ট কোয়ার্টার বলে সম্মানিত শিক্ষকদের অবমাননা কেন করতে গেলেন তা আমার বোধগম্য নয়।

জনাব চৌধুরী বলেছেন, আমার নাকি আগামী মাসে মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। (জাতীয় সংসদে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীও প্রায় অনুরূপ কথা বলেছেন)। অপ্রাসঙ্গিক মেয়াদের বিষয় কেন নিয়ে আসলেন বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে একজন প্রভোস্ট সর্বোচ্চ ৬ বছর থাকতে পারেন। তাছাড়া পদত্যাগের ব্যাপারটিতো সময়ের বা মেয়াদের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বরং যে কোন অবাঞ্ছিত উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে সম্পর্ক যুক্ত। জনাব চৌধুরী কি মনে করেছেন নীল দল ক্ষমতায় এলে সকল প্রভোস্টকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নীল দলেরই প্রভোস্ট দেয়া হবে? কই এমন কথা তো নীল দলের নেতাদের মুখে শুনিনি? আর তাই যদি হয়, তাহলে অন্যের বিরুদ্ধে দলীয়করণের অভিযোগের কি হবে? আর ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ-এর মর্মানুযায়ী সকল দলের প্রভোস্ট থাকারই বা কি হবে?

আমি আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি থেকে হলের দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করে পদত্যাগ করেছি, এ আমার স্বাধীনতা এবং অধিকার। এর সাথে মেয়াদ বা সময়ের সম্পর্ক নেই। ঐ দিনের পরিস্থিতি যখনই সৃষ্টি হতো সময় বা মেয়াদের তোয়াক্কা না করে আমি একই কাজ করতাম। প্রসঙ্গতঃ আমার হলে ইতোপূর্বে এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি।

অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ